সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধূরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৮ম বর্ষ, ৮২ তম সংখ্যা জুন'২০২৩

সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে গাভী ক্রয় করে রোজগারের পথ উন্মেচন করেন আনার কলি

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের নারী প্রধান পরিবার ও প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন পরিবারকে বিশেষ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সাবলম্বি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ছবি সংগ্রহেঃ মোহাম্মদ রশিদ- ২৭/০৫/২০২৩ ইং তারিখ

এমনিই একজন নারী বিধাব আনার কলিকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। পাঁচ সন্তানের সংসার বিধবা আনার কলির। আজ থেকে প্রায় ৭ বছর আগে স্বামী ফজল করিম মারা যান। ভিটে-বাড়ী ছাড়া সম্পদ বলতে কিছু নেই। চার সন্তান বিদ্যালয়ে পড়ছে সংসারের বড় ছেলে রোজগার করলেও চাহিদার তুলনায় তা নগন্য। অভাব লেগেই থাকে সংসারে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা বাড়ি পরিদর্শনে গেলে আলোচনায় আনারকলির সংসারে অভাবের কথা জানতে পারেন। সমাজ উন্নয়ন কর্মর্কতা সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিশেষ সঞ্চয় করার পরার্মশ দেন। আনারকলি সম্মত হলে পরামর্শ অনুযায়ী নিকটস্থ ব্যাংকে একাউন্ট করেন। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে ২০ মাসে ২০০০০ টাকা জমা করেন এবং কোস্ট ফাউন্ডেশন তাদের পরিবারকে ২০০০০ টাকা অনুদানের চেক প্রদান করেন। উক্ত টাকা সহ নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে আনারকলি একটি গাভী ক্রয় করেন। গাভীটি বর্তমানে একটি নতুন বাচুর জন্ম দিয়েছে। গাভীর দুধ বাজারে বিক্রি করে সংসারের কিছুটা চাহিদা মিটাতে পারছেন এবং সংসারের আমিষের চাহিদাও কিছুটা পুরন হচ্ছে। এতে তাদের পরিবারে কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখছে। আনারকলি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন গাভীটি তাদের পরিবারের কিছুটা হলেও অভাব দূর করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও তার সন্তানদের পড়া লেখা খরচ বহন করতে এই আয় খুবই বড় সহায়ক হিসাবে কাজ করবে বলে জানান।

স্যাটেলাইট হতে সেবা নিয়ে সুস্থ নবযাতক শিশু মোঃসাইমন (২)মাস

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের নয়া পাড়া গ্রামের ১নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন। তার পিতার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম-মাতার নাম কহিনুর আকতার। তাহার পিতা/মাতা ভাইসহ পরিবারের মোট ৭জন সদস্য নিয়ে তাদের পরিবার। তাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস পিতা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। সে দিন মুজিরী হিসাবে কাজ করে তার পরিবারের সংসারের খরচ বহন করে। তাহার ১টি কন্যা সন্তান রয়েছে, এখনো স্কুলে যাওয়ার শুরু করেনি। তাহার পিতা/মাতা একই পরিবারে রয়েছে তার সাথে। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরচ শিক্ষা, চিকিৎসা খরচ বহন করতে হিমশিমে পড়ে যেতে হয়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে

ছবি সংগ্রহেঃ শুভ দাশ-১৫/০৫/২০২৩ ইং তারিখ

হয় । প্রতি মাসের ন্যায় আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় সাইফুল ইসলামের নবজাতক শিশু মো: সাইমন অতিরিক্ত কান্না করে করে পরিবারের সবাইকে অস্তির করে চিন্তায় পেলে দেয় । তাদের পরিবার থেকে অসুস্থতার খবর জানতে চাইলে জানান, তাহাকে কোন ডাক্তার দেখানো হয় নাই । এবং স্থানীয় ঔষুধের দোকান থেকে মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধিও জন্য কিছু ভিটামিন জাতীয় ঔষুধ নিয়ে সেবনে করেন বলে জানান । উক্ত ঔষুধ সেবন করেও কোন সুফল না পেয়ে । আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক শারমিন আকতার খানা পরিদর্শনে গেলে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে- মাতা কহিনুর আকতার । নবজাতক শিশু মো: সাইমন জন্মের ১ সপ্তাহ পর থেকে কান্না জানত সমস্যা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন । অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন তাদের পরিবার । এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচি ১নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শকা- শারমিন আকতার তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশনে এমবিএস ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন । পরার্মশ অনুযায়ী মাতা কহিনুর আকতার গত ১৫ই মে ২০২৩ ইং তারিখ ছেলে মো: সাইমনকে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার নাঈমা তাবাসসুম রনি-(এমবিবিএস) তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন । গত ২৯/০৫/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে,অসুস্থ মো: সাইমন এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয় । খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন । চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশকা শারমিন আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন ।

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ আবুল হোসেন (৬২)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন আবুল হোসেন । তাহার পিতা মৃত্য সিরাজুল ইসলাম, তাদের সংসারে ১ ছেলে ৩ মেয়ে মিলে পিতা/মাতাসহ মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার । তাহাদের একমাত্র ছেলে তিনি ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন । তার ৩ মেয়ের মধ্যে ২ মেযের বিবাহ হয়ে দিয়ে দেওয়া হয় । তার ছোট মেয়ে আলিম ১ম র্বষে অধ্যয়নরত রয়েছেন । তাহাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস তিনি নিজে । তিনি সাগরে মাছ মারা এবং লবণের মাঠের সময় লবণের মাঠে কাজ করে সংসারের যাবতীয় খরছ বহন করে । একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা,

ছবি সংগ্রহে: শুভ দাশ-২২/০৫/২০২৩ ইং তারিখ

চিকিৎ

বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায় । যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয় । হঠাৎ একদিন আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য পরির্দশীকা জেসনা আরা খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় আবুল হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন ঘরে ১সপ্তাহ যাবৎ । তাদের পরিবারের কাছ থেকে জানতে চাইলে তারা জানান, স্থানীয় দোকান থেকে প্যারাসিট্যমল ঔষুধ সেবনে করেন । কিন্তু কোন সুফল না পেয়ে জহির আলী সিকদার পাড়া এলাকায় আমাদের স্বাস্থ্য পরির্দশক জেসনা আরা খানা পরির্দশনে গেলে আবুল হোসেনের সাথে দেখা করে তার শারীরিক অসুস্থার খবর নেন । তাহার শারীরিক অসুস্ততার বিষয় জানতে চাইলে প্রায় ১সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ হয়ে শ্বাস কষ্ট, শরীর দুর্বল এবং গায়ে জ্বর বলে জানান । তাহার থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি বলে জানান । ছোট ছেলেকে দিয়ে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান । এতে শারীরিক সমস্যার কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন আবুল হোসেন ও তার পরিবার । এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরির্দশক- জেসনা আরা- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এমবিবিএস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ফ্রি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন । পরার্মশ অনুযায়ী গত ২২শে মে ২০২৩ ইং তারিখ নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ হোসাইন মোহাম্মদ জুনাইদ আনসারি তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন । গত ৩১/০৫/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ আবুল হোসেনের অসুস্থতার খবর নেওয়া হয় । খবর নিয়ে দেখা যায় তাহার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবন ও খাবার তালিকা পরির্বতন করে চালিয়ে গেলে সুস্থ হয়ে যায় । চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক জোসনা আর এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন ।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে । মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল-০১৭১৩-৩৬৭৪৪২ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ, ৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার । didarmd@coastbd.net, web-www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**